দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 APR 1988
পৃষ্ঠা 3 কলাম 3

036

॥ রেজাউর রহমান ॥

গত ৬৭ বছরে পঞ্চম বারের মত আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন করা হইতেছে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন শেষে প্রচলিত র‍্যাগডে'র পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ভাবে এই দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ৮২ সালে। র‍্যাগডে'র আনুষ্ঠানিকতা সমালোচনার সৃষ্টি করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে রক্ষা করার জন্য তৎকালীন ডাকসু নেতৃবৃন্দের পরামর্শে সিনেট কর্তৃক এই দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস অনুষ্ঠিত হয় '৮৩ সালের ৮ই জানুয়ারী। ইহার পর ৮৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী দ্বিতীয়বার, '৮৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তৃতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হওয়ার পর ১৯৮৬ সালে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির অবনতির কারণে ভিসি প্রফেসর এম, শামসুল হক পদত্যাগ করায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনের ধারাবাহিকতায় ব্যাঘাত ঘটে। ইহার পর গত বছর ৬ই ফেব্রুয়ারী চতুর্থবারের মত বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন করা হয়।

বিগত বছরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য সম্পর্কে নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছে। র‍্যাগ ডে'র আনুষ্ঠানিকতার অশোভনীয়তা কাটাইয়া এই দিবস সকলের জন্য উন্মুক্ত করায় দিনটি শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নয় অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুখকর হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৮৭৮ জন ছাত্র ৬০ জন শিক্ষক ৩টি অনুষদ লইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হইয়াছিল ১৯২১ সালে। আজ এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার। শিক্ষক সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক। অনুষদের সংখ্যা ১০টি এবং ইন্সটিটিউট রহিয়াছে ৭টি। বিভাগের সংখ্যা ৩৬। আবাসিক হলের সংখ্যা বর্তমানে ১৩। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাদান কল্প কলেজের সংখ্যা বর্তমানে ১৯৪।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইলেও মূলত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর মুসলমানরা অন্যান্য দাবীর মধ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানায়। মুসলমানদের তৎকালীন নেতা নবাব স্যার সলিমুল্লাহর সহিত বড় লাটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯১২ সালে মিঃ আর মাথানকে প্রেসিডেন্ট করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠিত হয়।

নাথান কমিটি ১৯১৩ সালে বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের নিকট পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনা ভারত সরকারের নিকট পাঠানো হইলে পুনরায় এই পরিকল্পনা রিপোর্ট নাথান কমিটির কাছে পাঠানো হয়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়। পরিবর্তীতে ১৯২০ সালে গবর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এক্টের ১৮ ধারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাস করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষাবর্ষ ছিলো ১৯২১-২২। এই সময় কলা, বিজ্ঞান ও আইন—এই ৩টি অনুষদে মোট ১২টি বিভাগ ছিলো।

শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রী ভর্তি হয় নাই। তবে ১৯২৩-২৪ শিক্ষা বর্ষে লীলা রায়, লতিকা রায়, অরুণা সেন গুপ্ত ও শান্তিলতা নাগ নামে ৪ জন ছাত্রী ভর্তি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ছাত্রীর নাম ফজিলাতুন্নেসা। তিনি ১৯২৫ সালে গণিত বিষয়ে ভর্তি হইয়াছিলেন। করুণা ঢাকা বিশ্ব-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

বিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা শিক্ষক। ১৯৩৫ সালে তিনি ইতিহাস বিভাগে যোগ দেন। শুরু হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবিগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসবে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। তাঁহারা হইতেছেন : স্যার পি, জে হার্টগ, প্রফেসর জি এইচ ল্যাংলী, প্রফেসর এ; এফ রহমান, ডঃ আর সি মজুমদার, ডঃ এম হাসান, ডঃ এস, এস হুসেইন, ডঃ ডব্লিউ জেংকিনস, বিচারপতি এম ইব্রাহিম বিচারপতি হামদুর রহমান, ডঃ মাহমুদ হুসেইন, ডঃ এম ও গনি, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরী, প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক, (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী, প্রসের এ,কে এম সিদ্দিক (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর এম শামসুল হক। প্রফেসর অবদুল মান্নান বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন।

কালের পরিবর্তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। একই সাথে পরিবর্তন ঘটিয়াছে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন যাত্রাও। বর্তমান ছাত্রাবাসের সেই কড়া নিয়ম নাই। সেই প্রক্টোরিয়াম বিধিও শিথিল করা হইয়াছে। শুরুর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন প্রবাহে বেশ কড়া নিয়ম ছিল। একজন ছাত্র-ছাত্রীর কথা বলার ক্ষেত্রে নিয়মটি ছিল অত্যন্ত কড়া। পরস্পর কথা বলার উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়া প্রক্টোরের নিকট একটি নির্দিষ্ট সময়ের অনুমতি নেওয়ার পর প্রক্টোরের অফিস কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বলিতে হইত। হলের নিয়ম ছিল আরও কড়া। ছাত্রদের সিনেমা দেখার ব্যাপারে কোন কঠিন নিয়ম না থাকিলেও আবাসিক ছাত্রীদের বেলায় কঠোর সতর্কতা পালন করা হইত। প্রভোষ্টের অনুমতি সাপেক্ষে আবাসিক হলের ৩ জন ছাত্রীর একটি গ্রুপ শুধুমাত্র সান্ধ্যকালীন সিনেমা দেখার সুযোগ পাইত কালে-ভদ্রে। কালের চক্রে অনেক নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। পরিবর্তন ঘটিয়াছে ক্যাম্পাস জীবনের। ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিকতার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে একই সাথে। বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং অতীতের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এই ব্যবধানের মধ্যে অতীত ও বর্তমানের মিলন ক্ষেত্র হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশেষ দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ হয়তো দেখা হইবে অনেকের সাথে অনেকের। নাতিনাতনী লইয়াও হয়তো অনেকে আসিবেন। ইহাদের মধ্যে একান্ত আপনজনের দেখাও হয়তে মিলিবে। তখন হয়তো আনন্দ-মুখর পরিবেশে তাহারা খুঁজিয়া ফিরিবে তাহাদের অতীত, মধুর ক্যান্টিন, বটতলা, টি, এস, সি। তাহাদের অনেক স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিবে।